আনন্দবাজার পত্রিকা
৭ চৈত্র ১৪১৫ শনিবার ২১ মার্চ ২০০৯

‘বাঘা’ বায়েন

||| প্রতি পক্ষ

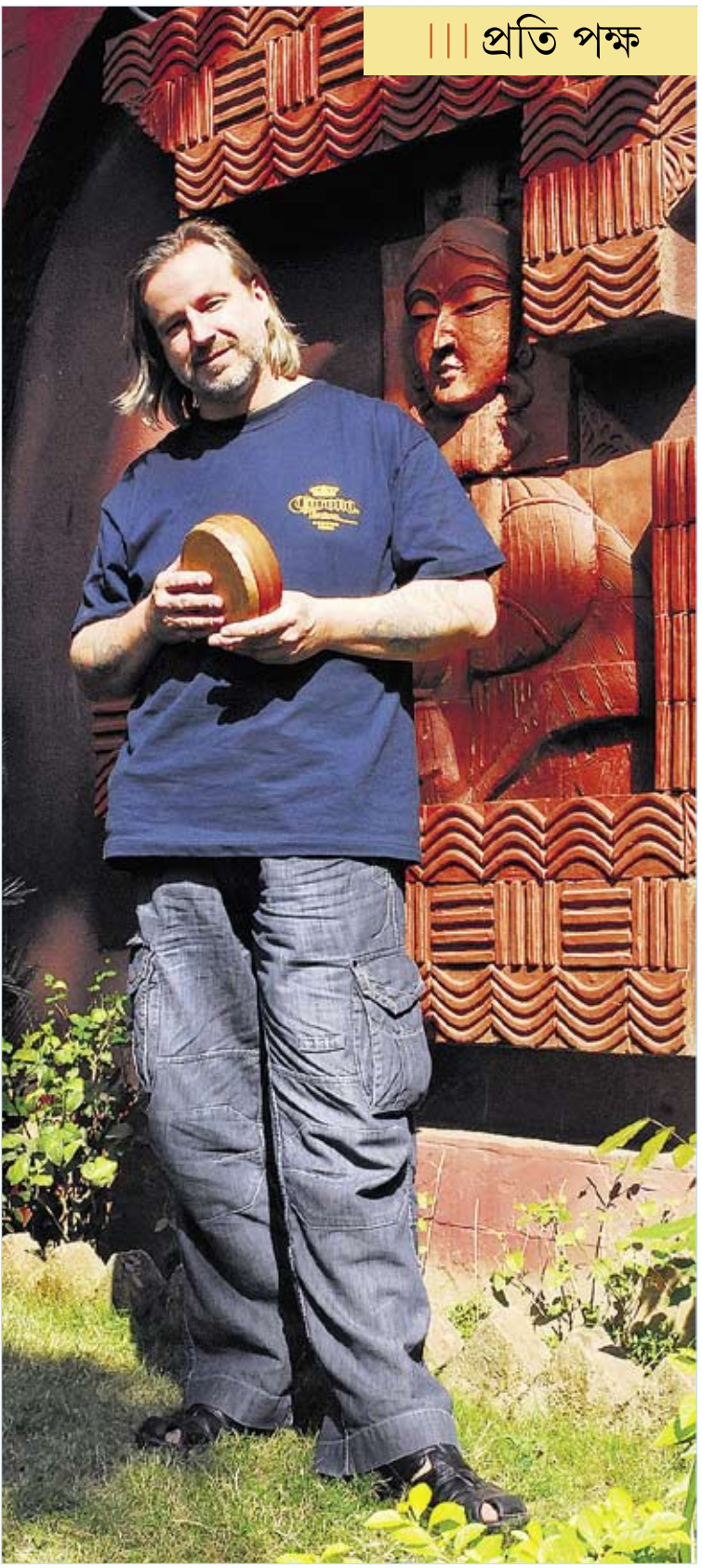

তিনি বুকের কাছে হাতটি ছোঁয়ালেন। বললেন, এই জায়গাটাই আসল। এইখানে সারা দুনিয়া এক।
পিট লকেটের মুখোমুখি
শোভন তরফদার

‘কোয়ান্টাম অফ সোলাস, ‘কাসিনো রয়্যাল’, ‘ডাই অ্যানাদার ডে’ এবং ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ’-এর মধ্যে প্রথম মিল যে এরা সবই জেমস বন্ডের ছবি— ঘটা করে সেটা বলার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। কিন্তু এই চারটি ছবির আবহেই পারকাশনের বোল যখন দর্শকের শ্বাসকে আরও ঘন করে, তখন অনেকেই খেয়াল করেন না যে, সেই তাল-মাতাল ছন্দের পিছনে একটি ব্যক্তিই বাজিয়ে চলেছেন বিবিধ বাদ্য। তাঁর নাম পিট লকেট।

কলকাতায় এসেছিলেন পিট, এবং যাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তিনিও তালবাদ্যশিল্পী। বিক্রম ঘোষ। আলাপের গোড়াতেই বিক্রম জানিয়ে দিলেন, পিট ঝিঙের পাতুরি সাপ্টে খেতে ভালবাসেন, তবে মাছের বিশেষ ভক্ত নন। ‘টু মেনি বোনস...’, হাসতে হাসতে অনুযোগ করলেন পিট লকেট। ঝিঙে এবং মাছের প্রসঙ্গ উঠতেই এমন একটি বঙ্গীয় আবহ তৈরি হল যে, সাক্ষাৎকারের শেষে যে প্রশ্নটা করব ভেবেছিলাম, সেটা গোড়াতেই করে ফেললাম, ধরুন, যদি পরের কোনও জন্মে বাঙালি হয়ে জন্মান, তা হলে কোন তালবাদ্যটা বাজাতে চাইবেন?

পিট লকেট-এর দীর্ঘ, শালপ্রাংশু বাহু সোফার কিনারায় ছড়িয়ে গেল। মুহূর্তমাত্র নিয়ে তিনি বললেন, “কোনও সন্দেহ নেই, তবলা।”

কেন, এত ছেড়ে তবলা কেন?

“কারণ, এটা আমার মনে হয়, পেরেন্ট ড্রাম। তালবাদ্যের আদি বলতে পারেন। আর আমি উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতেরও দারুণ ভক্ত। এত রকম কম্পোজিশন। ঠিক যেন মনে হয়, এমন একটা ঘরে এসে পড়েছি, যেখানে অজস্র দরজা। মুক্তির অজস্র পথ। কোথাও আপনি আটকে পড়ছেন না, আপনার সামনে অনন্ত সম্ভাবনা। ফ্যাবুলাস!”

যে ভাবে উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের হাজারদুয়ারি ব্যাখ্যা দিলেন পিট, তাতে স্পষ্ট মনে হল, ভদ্রলোক বাজিয়ে না হয়ে অধ্যাপক হলেও দিব্যি চালাতেন। কথাটা মনে হওয়ামাত্র, গোপনে, জিভ কাটলাম। কারণ, পিট লকেট তো সত্যিই অধ্যাপক। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ, রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব মিউজিক-এ তিনি পড়িয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন বিশ্বজুড়ে, ব্রিটেনে ‘রিদম’ এবং ‘ড্রামার’, আমেরিকায় ‘মডার্ন ড্রামারস’-এর মতো মান্য পত্রিকায় তালবাদ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন অজস্র। সুতরাং, এমন একটি ভাবুক বায়েনকে তো জিজ্ঞাসা করাই যায়, আচ্ছা, ‘রিদম’ বলতে আপনি কী বোঝেন?

পিট লকেট-এর দু’টি চক্ষু এমনিই উজ্জ্বল, এ বার তাতে আরও খানিকটা আলো জ্বলে উঠল। বললেন, “রিদম তো আর কিছুই না, স্রেফ বয়ে-চলা সময়। ফ্লো অব টাইম। তবে, সেই সময়ধারা একঢালা চলে না, নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাতে ছেদ পড়ে। তাতেই একটা ছন্দ তৈরি হয়। লোকে সেটা ভালবাসে।”

এই পর্যন্ত বলেই কিন্তু থামছেন না পিট, জানাচ্ছেন, কে বলল রিদম শুধু বাজনায় থাকে? আমাদের কথাবার্তায় রিদম নেই? আমাদের চলাফেরায় রিদম নেই? এই যে শহরের পথে অজস্র মানুষ চলেছেন, কেউ হেঁটে, কেউ যানবাহনে, মানুষ যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, এই সব নিয়ে যে গতির ছবিটা তৈরি হচ্ছে, তাতে রিদম নেই?

পিট লকেট জানেন, আছে। “এবং আছে বলেই, বাজনার তালে মানুষ আপনিই সাড়া দেয়। বলে দিতে হয় না, শব্দের তরঙ্গ কানে আসতেই শরীর নিজে থেকেই দুলে ওঠে।”

এই কথা শোনামাত্র পরের প্রশ্নটা ঝলসে উঠল। ‘সাউন্ড’, মানে ‘শব্দ’ বলতেই বা আপনি কী বোঝেন?

পিট হাসলেন, বিক্রমের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বেশ দার্শনিকের মতো কথা বলছি, তাই না?” তার পরে যখন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার দিকে ঘুরলেন, তখন আবার তিনি শিক্ষক। বললেন, “শব্দ তো আসলে বাতাসের একটা মুভমেন্ট, কমিউনিকেশনের একটা মৌলিক মাধ্যম। আমরা যে ভাবে দেখি, স্পর্শ করি, সে ভাবেই শুনি। তবে এখানে আর একটা কথা আছে। সেটাও জরুরি।”

কী কথা?

“কথাটা এই যে শব্দকে আমরা কী ভাবে দেখছি, সেটাও একটা বিষয়। যিনি শব্দটা তৈরি করছেন, তিনিই কি একমাত্র? মোটেই নন। যাঁরা শুনছেন, তাঁরাও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। এই দেখুন না, আপনার চারদিকে সারাক্ষণ কত রকম শব্দ, সবই কি আপনার কানে ঢুকছে? মানে, আমি বলতে চাইছি, আপনি কি প্রতিটি শব্দেই সাড়া দিচ্ছেন? দিচ্ছেন না। কানে হয়তো সবই ঢুকছে, কিন্তু প্রতিটিকে আপনি সাড়া দেওয়ার যোগ্য বলে মনে করছেন না। বেশ কিছু শব্দ আপনার কান বেয়ে নিছক গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। আর, কিছু শব্দে আপনি সাড়া দিচ্ছেন। অর্থাৎ, আপনার একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে।”

কিন্তু, কী করে এই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়? মানে, পারকাশনিস্ট হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

“আমার অভিজ্ঞতা এই যে, এই জিনিসটার দুটো দিক আছে। একটা বুদ্ধির দিক। আর একটা আবেগের দিক। বুদ্ধির দিকটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমি বলব, আবেগটুকু অমূল্য। ব্যাপারটা কী রকম জানেন, একটা খুব শিক্ষিত লোক, প্রচুর মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বলল, কিন্তু সেটা মনকে ছুঁল না। আর এক জন, হয়তো অতটা আর্টিকুলেশন নেই, কিন্তু তার কথায় হৃদয় আছে, সেটাই আপনাকে ধাক্কা দিয়ে গেল।”

পিট লকেট, সারা দুনিয়া জুড়ে তালবাদ্যের কনসার্ট করে বেড়ানো পিট লকেট, আফ্রিকা থেকে জাপান, লাতিন থেকে ভারতীয় তালবাদ্যের জাদুকর পিট লকেট এর পরে বুকের কাছে হাতটি ছোঁয়ালেন। বললেন, “এই জায়গাটাই আসল। এইখানে সারা দুনিয়া এক।”

পিট লকেট হাসছেন। হাসতে হাসতে একটা ডুবকি তুলে নিলেন। বিক্রমের বাড়ির সামনে, টুকরোখানেক সবুজ ঘাসে আচমকা এক জ্যামিং জমে উঠল। পিট লকেট, বিক্রম ঘোষ, সঙ্গে ‘দোহার’-এর কালিকাপ্রসাদ।

হাতে আওয়াজ তুলছেন পিট লকেট। বিক্রমের মুখে তুমুল বোলবাণী। গান ধরেছেন কালিকা। সেই সুর-তালে এমনই মজে গেলাম যে মনেই থাকল না, পিট লকেটকে বলে আসব, আমরা, বাঙালিরা এক বায়েনকে খুব ভালবাসি। তার নাম, বাঘা। বাঘা বায়েন। তা, সেই বেঁটেখাটো বাজনদারের সঙ্গে কি পিট লকেট-এর দেখা হয়েছে?

ছবি: **শুভ ভট্টাচার্য**